ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীশ্রী ব্রজানন্দায় নমঃ

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এ জগতে সাধুদের পরিত্রাণ তরে
পাপীদের উদ্ধারিতে আসি বারে বারে ।।
ন্যায় সত্য ধর্ম্ম এইভাবে রক্ষা করি
এ কারণে যুগে যুগে মর্তে অবতরি ।।

ময্যেব মন আধাৎস্ব ময়ি বুদ্ধি নিবেশয় নিবসিষ্যসি ময্যেব অত
ঊর্দ্ধংন সংশয়

অতএব মন প্রাণ আমাতে সঁপিয়া
আমাতে নির্ভর কর নিঃসংশয় হিয়া
জেনো মনে হলে পরে এই দেহ নাশ
নিশ্চয় করিবে তুমি আমাতেই বাস।

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীশ্রী ব্রজানন্দায় নমঃ

জগৎগুরাচার্য্য পরমহংশ পরিব্রাজক শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতী জীউর

লীলা পরিচয়।

(১)

(তুমি) পাপীর জন্য অবতীর্ণ
ধন্য ব্রজানন্দ আমার
এবার ধন্য অবতার।
(ধন্য পাপী, ধন্য কলি, ধন্য ব্রজানন্দ আমার)
এবার ধন্য অবতার।

আছিলে গোলকধামে,
আসিলে বৃন্দাবনে-
গোলকের মহাপ্রেম
করিলে রাধার সনে,
সে প্রেমের বংশীতানে
মাতালে জগৎ জনে,
মরি কি লীলা চমৎকার!
প্রেমেতে রইলে ঋণী,
সে ঋণ শুধ্‌বে বলে
রাধা হ'ল মহাজন,
দাসখৎ লিখে দিলে।
করিলে অঙ্গিকার, তিনবার ক'রে লীলে
শুধ্‌বে সে প্রেমের ধার।

-

(২)

হেথায় আবার তাই আসিলে
গোলক ছাড়ি,
রাধার প্রেমে-উদাসী হ'লে
হে গৌর হরি,
সে নামে পাগল পারা
হলে যে প্রেম ভিখারী,
ফিরিলে কত দ্বারে দ্বার।
সে দিন শেষের দিনে-
সে লীলা সাঙ্গ হয়
শ্রীক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনে-
মহাভেবে ভাবময়
মিশিলে জগন্নাথে
ভক্তরা পাগল প্রায়
সবার সে কি হাহাকার!

-

(৩)

আবির্ভূত হ'য়ে পুনঃ
বলিলে ভক্তগণে
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র হ'তে
পুনঃ যে ঈশান কোণে
করিবে প্রেমের লীলা
যত সব ভক্তগণে
সময় যে হ'ল তার।
তোমার শেষের লীলা
করিতে তাই এবার
এসেছ ব্রজের চাঁদ
ব্রজানন্দ আমার,
সে চাঁদে জগৎ আলো
(মনরে)
খুলে দে মনের দ্বার
এবার যারে অন্ধকার॥